গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.hsd.gov.bd

স্মারক নং-৪৫.০০.০০০০.১৪৩.১৬.০০৩.২১-২৬৫

তারিখঃ ২৭আশ্বিণ ১৪২৮ / ১২অক্টোবর ২০২১

বিষয়: মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.৩২১.১৬.০০৪.২১.২০৫, তারিখঃ ৬ অক্টোবর ২০২১ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় সংশোধন/হালনাগাদকরণপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এতদসংগে সংযুক্ত করে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হ'ল। একই সাথে প্রতিবেদনের সফ্‌ট কপিও প্রেরণ করা হ'ল।

সংযুক্তঃ বর্ণনা মোতাবেক।

(মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৩৬২
ই-মেইল-monitor@hsd.gov.bd

মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
দৃঃ আঃ উপসচিব (রিপোর্ট) অধিশাখা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

৫৪. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

জনবল সংক্রান্ত:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৮তম বিসিএস এর মাধ্যমে ২৮১ জন চিকিৎসককে সহকারি সার্জন/ডেন্টাল সার্জন পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৩ জনকে পিএসসি'র সুপারিশে অধ্যাপক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। ৫৫ জনকে অধ্যাপক পদে এবং ৩৯৪ জনকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। পরিচালক পদে ৯ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। জুনিয়র কনসালটেন্ট পদে ১,৩২৮ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য জরুরি প্রয়োজনে বিশেষ বি.সি.এস-এর মাধ্যমে ২,০০০ চিকিৎসক (সহকারি সার্জন) নিয়োগের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতায় ৯ গ্রেডের ২,০০০ চিকিৎসকের পদ সৃজন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য ১ম শ্রেণির ক্যাডার ১,০৯৫ জন; ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার ৪৮ জন, ১ম শ্রেণি নার্সিং ৮ জন, ২য় শ্রেণি নার্সিং ৩০০ জন, ২য় শ্রেণি নন-নার্সিং ১১ জন, ৩য় শ্রেণি মেডি: ১৩৩ জন, ৩য় শ্রেণি ৩৩২ জন, ৪র্থ শ্রেণির ১৬৮ জনের পদ সৃজন করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১২ জুলাই ২০২০ তারিখে জারিকৃত স্মারকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে নিয়োজিত ৫৭ জন মেডিকেল টেকনোলজিস্টের শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ অন্যান্য যোগ্যতা এবং স্বাভাবিক নিয়ম প্রমার্জন করে সরাসরি নিয়োগের বিষয়ে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।
- প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক 'স্বাস্থ্য বিভাগীয় নন-মেডিকেল কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০২১' ২৯ জুন ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১২ জুলাই ২০২১ তারিখে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন এ্যান্ড রেফারেল সেন্টারে ৫৫ জন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- নবসৃজিত ৩,০০০ পদের মধ্যে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ১,২০০, মেডিকেল টেকনিশিয়ান ১,৬৫০, কার্ডিওগ্রাফার ১৫০টি। ২০২ জন মেডিকেল টেকনোলিজস্টকে (২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৪৫ জন এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৭ জন) মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রমার্জনের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

চিত্র: ২৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

- অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানে মোট ১০,১০০ জন আউটসোর্সিং সেবাকর্মীর সেবা ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ৪৩টি পদে নিয়োগের জন্য ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।
- দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল/স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদে ১,৪০১ জন মিডওয়াইফ নিয়োগ ও পদায়ন করা হয়েছে।

- ২,৯৯৮ জন স্টাফ নার্সকে সিনিয়র স্কেল প্রদান করা হয়েছে।
- ২০০৩ সালে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত ১,০০৫ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সের চাকরি নিয়মিতকরণ হয়েছে।
- ১০ গ্রেডভুক্ত সিনিয়র স্টাফ নার্স বদলি/পদায়ন নীতিমালা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- Standard Operation Procedure (SOP) for Midwives in Bangladesh বইটি চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

অনুদান প্রদান:

- ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে সচিবালয় অংশে ১২৭০১০১-১১১০৫১২-৩৬৩১১০৭-'বিশেষ অনুদান' খাতে বরাদ্দকৃত ৭ কোটি টাকা হতে মোট ৬ কোটি ৪৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সারাদেশে মোট ১,০৪৪টি বেসরকারি সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অর্থ ছাড়করণের সরকারি সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার ও ইনোভেশন সংক্রান্ত:

- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ হতে ২ জন কর্মকর্তা ও ১ জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১ প্রদান করা হয়েছে।
- চলতি অর্থবছরে উদ্ভাবনী শোকেসিং ওয়ার্কশপে দুটি প্রকল্পকে সারাদেশে রেপ্লিকেশন/স্কেল আপের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

হাসপাতাল সংক্রান্ত

রাজস্ব খাতে সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি:

- ৭টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ ও বর্ধিত শয্যায় সেবা কার্যক্রম চালুর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ৩টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণ ও বর্ধিত শয্যায় সেবা কার্যক্রম চালুর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ১০ জেলা সদর হাসপাতালকে ১০০ শয্যা হতে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ ও বর্ধিত শয্যায় সেবা কার্যক্রম চালুর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ২০ শয্যা বিশিষ্ট ট্রমা সেন্টার, গোপালগঞ্জ এর সেবা কার্যক্রম চালুর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- নবসৃষ্ট ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, টাংগাইলের সেবা কার্যক্রম চালুর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭১টি অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইউজার ফি নির্ধারণ:

- কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় দেশের দরিদ্র জনগণের কোভিড-১৯ সনাক্তকরণ পরীক্ষা শুধু জুলাই ২০২১ মাসের জন্য বিনামূল্যে করা হয়েছে।
- স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকার নিউরোলজী বিভাগের বিভিন্ন Therapeutic Procedure ও Diagnostic Procedure-এর ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।
- জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের Hs Troponin-I & Serum Albumin-এর ইউজার ফি নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বিদেশ গমনেচ্ছু স্মার্ট কার্ডধারী কর্মীদের কোভিড-১৯ মুক্ত সনদ প্রদানের জন্য ইউজার ফি'র হার নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড-১৯ হাসপাতালে ৩টি পরীক্ষার ইউজার ফি'র হার নির্ধারণ করা হয়েছে।

করোনা মোকাবিলায় গৃহীত কার্যক্রম:

- কোভিডকালীন বেসরকারি খাতে (ক্যাটাগরি-এ, বি) BIOSENSOR এবং PANBIO কিট-এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৭০০ টাকা নির্ধারিত মূল্যে এন্টিজেন পরীক্ষা করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

- খুলনা, রাজশাহী, রংপুর এবং চট্টগ্রাম বিভাগের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহের দরিদ্র মানুষের কোভিড-১৯ সনাক্তকরণ পরীক্ষা বিনামূল্যে করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- সরকারি ও বেসরকারি কোভিড-১৯ এন্টিজেন পরীক্ষার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালসমূহকে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- বিদেশ গমনেচ্ছু যাত্রীদের কোভিড-১৯মুক্ত সনদ প্রদানের জন্য ৭৯টি হাসপাতাল নির্ধারণ করা হয়েছে।
- বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে কোভিড-১৯ সংক্রমণ নমুনার আরটি-পিসিআর পরীক্ষার মূল্য নিম্ন হারে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে এবং পুনর্নির্ধারিত মূল্য অবিলম্বে কার্যকর করার মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। (আরটি-পিসিআর পরীক্ষার ফি দেশে অবস্থানরত সাধারণ জনগণের জন্য হাসপাতালে/কেন্দ্রে নমুনা প্রদান ৩,০০০ টাকা এবং বাড়ীতে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ ৩,৭০০ টাকা। বিদেশ গমনেচ্ছু যাত্রীর জন্য হাসপাতালে/কেন্দ্রে নমুনা প্রদান ২,৫০০ টাকা।
- বিভিন্ন বিদেশি সংস্থা এবং দেশ হতে আগত বিদেশি ব্যক্তি এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিধি মোতাবেক প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিতকরণের জন্য মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- বিদেশ ফেরত যাত্রীদের নিজ খরচে বাধ্যতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে অবস্থানকল্পে এ পর্যন্ত ৯৩টি বেসরকারি হোটেলকে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

ভ্যাকসিন প্রাপ্তির তথ্য: (৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

- ত্রিপক্ষীয় (বেক্সিমকো, সিরাম এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ) চুক্তির মাধ্যমে মোট ক্রয় করা ৩ কোটি ডোজ ভ্যাকসিনের মধ্যে ৭০ লক্ষ ডোজ এবং ভারত থেকে উপহার হিসাবে ৩২ লক্ষ ডোজ সর্বমোট ১ কোটি ২ লক্ষ ডোজ এস্টাজেনেকার ভ্যাকসিন পাওয়া গেছে।
- ২২ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ভ্যাকসিনের প্রথম চালান বাংলাদেশে আসার পর ২৭ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। দশ দিন পর্যবেক্ষণের পর ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে সারাদেশে একযোগে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম ব্যাপকভাবে শুরু হয়।

চিত্র: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ মার্চ ২০২১ তারিখে কোভিড-১৯ এর টিকা গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা উপস্থিত ছিলেন।

জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত:

- ❖ প্রতি বছরের ন্যায় ২০২০ সালেও দেশে বিশ্ব এইডস দিবস পালনে সহায়ক হিসাবে জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রামের কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে।
- ❖ জনস্বাস্থ্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম জলবায়ু পরিবর্তন এবং হেলথ প্রোমোশন ইউনিটের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।
- ❖ জাতীয় কলেরা পরিকল্পনা ২০১৯-২০৩০ এর অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- ❖ ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে ৩ মার্চ ২০২০ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার নির্দেশনা অনুযায়ী ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ❖ কোভিড-১৯ প্রতিরোধে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ও শিল্প কারখানার শ্রমিক, কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্যবিধি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ❖ সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮-তে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোভিড-১৯-কে সংক্রামক ব্যাধির তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
- ❖ পবিত্র ঈদ-উল-আযহা, ২০২১ উপলক্ষ্যে পশুর হাটে ও কোরবানিকালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার লক্ষ্যে নির্দেশিকা/গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।।
- ❖ মাস্ক ব্যবহারের জন্য পরিপত্র জারি করা হয়েছে।
- ❖ কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঝুঁকি এড়াতে জোনভিত্তিক সংক্রমন (Containment) ব্যবস্থাপনা কৌশল/গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ❖ দূর্গাপূজা উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি/গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ❖ জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ পালন করা হয়েছে।
- ❖ দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনা ২০১৬-২০২৫ বাস্তবায়নের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় আলোচনাসহ উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে কার্যকর সংলাপ সম্পন্ন হয়েছে।
- ❖ শিশুদের রাতকানা রোগ প্রতিরোধ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে দেশব্যাপী ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন ২০২১ সফলভাবে পালন করা হয়েছে।
- ❖ জরায়ুমুখ ক্যান্সার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল (২০১৭-২০২২) অনুসারে গৃহীত কর্মকান্ড পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।
- ❖ প্রসবজনিত ফিস্টুলা সংক্রান্ত জাতীয় কৌশল (২০১৭-২০২২) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- ❖ জাতীয় মাতৃস্বাস্থ্য কৌশল (২০১৫-২০৩০) বাস্তবায়ন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- ❖ নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রতিপাদ্যসহ প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ 'হাম-রুবেলা (এমআর) ক্যাম্পেইন, ২০২১' কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য National Advocacy কমিটির সভা সংক্রান্ত কার্যক্রম, ক্যাম্পেইন উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বার্তা ধারণ ও প্রচার এবং জাতীয় হাম-রুবেলা (এমআর) টিকাদান ক্যাম্পেইন, ২০২১' সফল করার জন্য সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে ১৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে ডিও পত্র প্রেরণসহ এ ক্যাম্পেইন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ❖ মা, নবজাতক শিশু ও শিশুমৃত্যু রোধ ও কিশোর-কিশোরীর স্বাস্থ্য নীতিমালা বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।
- ❖ 'Vaccination Act' হালনাগাদকরণের কার্যক্রম সম্পন্ন চলমান রয়েছে।
- ❖ জৈবপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০২৭) বাস্তবায়নের কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে।
- ❖ Operational Plan Non-communicable Disease Control-এর আওতায় জৈবপ্রযুক্তি বিষয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা হচ্ছে।

- ❖ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি এসবিসিসি কার্যক্রম মনিটরিং প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ❖ নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস, বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ, জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহসহ বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক দিবস ও সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়েছে।
- ❖ অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বহুখাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০২৫) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- ❖ মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে 'অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বহুখাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০২৫' এর অবহিতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পন্ন হয়েছে।
- ❖ প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিশুদের ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে Basic Health Checkup বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অবকাঠামো ও মেরামত সংক্রান্ত

- ❖ ১৯টি হাসপাতালে Central Oxygen Pipe Line System ও Liquid Oxygen (VIE) স্থাপনের প্রশাসনিক ও দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে;
- ❖ ডিএনসিসি কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতালের অসমাপ্ত ৭টি কাজের প্রাক্কলনের প্রশাসনিক ও দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে;
- ❖ ডিএনসিসি কোভিড-১৯ ডেডিকেটেড হাসপাতালের অসমাপ্ত ২টি কাজের প্রাক্কলনের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে;
- ❖ মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, লালকুঠি, মিরপুর, ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহের জন্য Manifold Systemএর ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ এবং ওয়ার্ড, কেবিন এবং জরুরি বিভাগে অক্সিজেন স্থাপনের প্রশাসনিক ও দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে;
- ❖ ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট মহানগর জেনারেল হাসপাতাল, বাবুবাজার, ঢাকায় করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য আইসিইউ প্রস্তুতকরণের প্রশাসনিক ও দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে;
- ❖ ৩টি পিসিআর ল্যাব স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে;
- ❖ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে সংঘটিত অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত আইসিইউ মেরামতের প্রশাসনিক ও দরপত্রের অনুমোদন দেয়া হয়েছে;
- ❖ নতুন ৫২টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ এবং ৩১টি কমিউনিটি ক্লিনিক পুনঃনির্মাণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;
- ❖ ১৮টি পুরাতন স্বাস্থ্য স্থাপনা/ভবন অপসারণে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ ১টি ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং ১টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) এর স্থান নির্বাচন করা হয়েছে।
- ❖ ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় এবং ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।
- ❖ ১টি শিশু হাসপাতাল এবং ১টি ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।
- ❖ ১১টি স্বাস্থ্য স্থাপনা/হাসপাতাল/স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য অধিগ্রহণ বাবদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ হেলথ ইকোনমিক্স অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং উন্নয়ন বাজেটে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি (এসএসকে) এর আওতায় টাঙ্গাইলের ১০টি উপজেলার হাসপাতাল কমপ্লেক্সে জরুরি মেরামত, সংস্কার ও সম্প্রসারণ কাজের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- ❖ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের টিওএন্ডই'তে যানবাহন, অফিস সরঞ্জামাদি ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইক্যুইপমেন্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- ❖ স্বাস্থ্য-স্থাপনাসমূহে পরিকল্পিত বৃক্ষরোপনের লক্ষ্যে গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ❖ ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট (পিএফডি) অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় ১৬৫ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ ২০২০-২১ অর্থবছরে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং এর অআওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৪২২টি। ২০২০-২১ অর্থবছরে নিষ্পন্ন হয়েছে ৪০টি মামলা।
- ❖ ২০২০-২১ অর্থবছরে একাদশ জাতীয় সংসদে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উক্ত সভাসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার্যক্রম এ অধিশাখার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

প্রকল্প সংক্রান্ত :

- ❖ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন MNC&AH অপারেশনাল প্ল্যানভুক্ত ম্যাটারন্যাল হেলথ (এমএইচ) কর্মসূচির অধীন কর্মরত নন- গেজেটেড কর্মচারীদের জন্য সৃষ্ট অস্থায়ী ১৩টি পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- ❖ অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার (এএমসি) অপারেশনাল প্ল্যানের জনবল ১-১০ গ্রেডের ৮০ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।
- ❖ নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল (এনসিডিসি) অপারশেনাল প্ল্যানের আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় ১৪টি পদে জনবল নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদন সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ❖ সারাদেশে সর্বমোট ১৪,১২১টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে [PPD (ভারত)-এর অর্থায়নে ৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকসহ]। JICA-এর অর্থায়নে নতুন ৩০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১১৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে ১০৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের পুনঃনির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ❖ মোট ৭৫৫টি নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচি এর আওতায় PFD অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে নির্মিত হবে। বর্তমানে সারাদেশে মোট ১৪,০৩৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে। চালু প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে গড়ে প্রতি বছর প্রায় ১,৭৩,৪০০ টাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হয়। বিভিন্ন রোগের মোট ২৭ প্রকার ঔষধ এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর হতে জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ৩ প্রকারের জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সরবরাহ করা হয়ে থাকে।
- ❖ 'শেখ হাসিনার অবদান কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ' সংবলিত শ্লোগান প্রকল্পের ডকুমেন্ট, চেকবহি ও দলিলে মুদ্রণ করে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- ❖ বিনিয়োগ প্রকল্প ও অপারেশনাল প্ল্যানের ১৪,৮০৪টি আউটসোর্সিংয়ের পদ সংরক্ষণ এবং ৩৫৮টি পদে নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

অটিজম সেল সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি :

- ❖ National Strategic Plan for Neuro-Developmental Disorders 2016-2021 এ্যাকশন প্ল্যান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন ৪র্থ সেক্টর কর্মসূচির অপারেশনাল প্ল্যানসমুহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অটিজম ও এনডিডি সেল হতে এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি ও মনিটরিং করা হচ্ছে।
- ❖ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমের জন্য জারিকৃত পরিপত্রের আলোকে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি তদারকি ও সমন্বয়সাধন করা হচ্ছে।
- ❖ অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন এবং ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রধান উপদেষ্টা মিজ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন-এর উপস্থিতিতে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কৌশলপত্র প্রণয়নের জন্য ইতোমধ্যে ওয়ার্কিং গ্রুপের ১টি এবং টেকনিক্যাল টাস্ক টিমের (টিটিটি) ২টি, সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওয়ার্কিং গ্রুপের সুপারিশ ও নির্দেশনা অনুসারে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কৌশলপত্র প্রণীত হয়েছে।

- ❖ অটিজম ও এনডিডি সেলের উদ্যোগে ঢাকাস্থ WHO সহায়তায় WHO কর্তৃক প্রকাশিত অটিজম ও এনডিডি বিষয়ক প্রকাশনার নিম্নোক্ত প্রকাশনাসমূহ বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে :
    - WHO–SEARO Resolution on Comprehensive and co-ordinated efforts for management of Autism Spectrum Disorders(ASD) and Developmental Disabilities
    - UN Resolution 67-82 on Autism
    - Dhaka Declarations on Autism Spectrum Disorders and Developmental Disabilities, 2011
    - SAAN Delhi Declarations

বৈশ্বিক মহামারি করোনার তৃতীয় ওয়েভ মোকাবিলায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, সিডিসি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

- ❖ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশেও নতুন করে বৈশ্বিক মহামারির তৃতীয় ওয়েভ দেখা দিয়েছে। ২০২১ সালের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হতে বাংলাদেশে আবার করোনা সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পায়। মাত্র এক মাসের মধ্যেই প্রতি ১০০টি নমুনা পরীক্ষায় করোনা সনাক্তের হার ২.৮৭ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২৪.০২-এ এসে পৌঁছায়।
- ❖ সরকার এই তৃতীয় ওয়েভ মোকাবিলায় পূর্বের সকল প্রস্তুতিসহ লকডউনের মত শক্ত কর্মসূচি গ্রহণ করে। সরকারের সঠিক দিক-নির্দেশনায় দ্রুততম সময়ে টিকা এনে জনসাধারণকে টিকার আওতায় আনার জন্য ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ থেকে দেশব্যাপী করোনা টিকা দেয়া শুরু হয়। এর ফলে বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে আবার কমতে শুরু করে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় এই সময় প্রতি ১০০টি নমুনা পরীক্ষায় সনাক্তের হার আবার ১০ এর নীচে নেমে আসে।
- ❖ সীমান্তবর্তী জেলা চুয়াডাঙ্গা, নীলফামারী, যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, দিনাজপুর, খুলনা, ঠাকুরগাঁও, কুড়িগ্রাম, কুষ্টিয়া, ফেনি, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, জয়পুরহাট, মৌলভিবাজার, জামালপুর, চট্টগ্রাম, নওগা, কক্সবাজার, রাজশাহী, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, সিলেট, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পঞ্চগড়, চাপাইনবাবগঞ্জ, লালমনিরহাট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকা ইত্যাদি জেলায় সংক্রমণের হার প্রতি ১০০টি নমুনা পরীক্ষায় ১২ শতাংশ থেকে ৬৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। সরকার দ্রুত সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে লকডাউনসহ রোগ নিরীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করেছে। এখনও পর্যন্ত ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪০টিই সংক্রমণের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে।

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা:

- ❖ কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে 'National Preparedness and Response Plan (NPRP) for COVID-2019' প্রস্তুত করা হয় যা ৩০ জুলাই সংশোধন করে 'Bangladesh Preparedness and Response Plan (BPRP) তৈরি করা হয় এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- ❖ বাংলাদেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ২টি সমুদ্রবন্দর, ২টি রেলওয়ে স্টেশন, এবং ২৩টি স্থলবন্দর দিয়ে এপর্যন্ত মোট ২৪,১৯,৪৭১ জন যাত্রীর স্ক্রিনিং করা হয়েছে। এর মধ্যে বিমানবন্দর দিয়ে ১৭,৮৬,৭২৪ জন, স্থলবন্দর দিয়ে ৫,৩২,৯৬৭ জন, সমুদ্রবন্দর দিয়ে ৯২,৭৫১ জন, এবং রেলওয়ে স্টেশন দিয়ে ৭,০২৯ জন।

কোয়ারেন্টিন কার্যক্রম:

- ❖ ঢাকায় দুটি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন সেন্টার চলমান আছে। বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় মোট ৬২৯টি কোয়ারেন্টিন সেন্টার প্রস্তুত আছে। এ পর্যন্ত সারাদেশে মোট ৮,৯৫,৭৯৯ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। এর মধ্যে হোম কোয়ারেন্টিন ৮,১৭,৬৮৭ জন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন ৭৮,০৬১ জন। মোট ৭,৯৫,০৯৬ জন -কে কোয়ারেন্টিন সেন্টার হতে ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে।
- ❖ মহামারি চলাকালীন ঝুঁকি মোকাবিলায় অপ্রয়োজনীয় জমায়েত, সভা, সেমিনার সীমিত রাখা, মসজিদ, মন্দির, বিবাহ, খেলাধুলা, সিনেমা, থিয়েটার এবং রাজনৈতিক সমাবেশ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

- ❖ করোনা সংক্রমণ শুরু হবার পর থেকেই ব্যানার, লিফলেট, এক্স স্ট্যান্ড, ডিজিটাল ব্যানার, পেপার ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা করা হয়েছে।
- ❖ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কতৃক কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে এ পর্যন্ত মোট ১০টি কোভিড-১৯ সম্পর্কিত জাতীয় গাইডলাইন, ২৮টি অন্যান্য নির্দেশিকা, ৪টি এসওপি এবং ১৩টি গন সচেতনতা মূলক উপকরণ তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ কোভিড-১৯ মহামারির সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সামাজিক পর্যায়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে দেয়া আছে।

হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা ও আইসলেশন সেন্টার:

- ❖ কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালগুলিতে সংক্রমিত রোগীদের চিকিৎসায় এখন পর্যন্ত ১৫,৩৬৭টি শয্যা এবং ১,২৭৫টি আইসিইউ আছে ও চিকিৎসা কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- ❖ বর্তমানে সারা দেশে মোট ১,৭০৪টি হাইফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা, ২৯,১৬৭টি অক্সিজেন সিলিন্ডার ও ১,৮৬৬টি অক্সিজেন কনসেনট্রেটর সরবরাহ করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালে সরবরাহ করা হবে।
- ❖ কোভিড-১৯ এর উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের সকল জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাইএর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- ❖ সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমপক্ষে ৫টি শয্যা কোভিড রোগীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুযায়ী এ সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।
- ❖ কোভিড-১৯ ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন হালনাগাদের লক্ষ্যে ৯ম সংস্করণের কাজ শেষ হয়েছে। কোভিড-১৯ এর চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে উক্ত গাইডলাইন দেশের সকল হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়েছে এবং গাইডলাইন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
- ❖ কোভিড-১৯ রোগী সনাক্তকরণের জন্য ট্রায়াজ পদ্ধতির গাইডলাইনের আলোকে হাসপাতালে চালু থাকা ট্রায়াজ পদ্ধতি জোরদার করা হয়েছে।
- ❖ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত টেলিমেডিসিন সেবাসমূহকে সমন্বয়সাধনপূর্বক হোম আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টিনে থাকা সনাক্তকৃত ও সন্দেহজনক রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- ❖ স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে করোনা সংক্রমণ সংক্রান্ত তথ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য হটলাইনে যুক্ত আছেন ৪,২১৭ জন চিকিৎসক।

চিত্র: মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ঢাকায় শেখ রাসেল জাতীয় গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণ করেন।

❖ এ পর্যন্ত মোট ২,৯০,৯১,৬৪৫ জন ব্যক্তিকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে। হটলাইনসমূহ স্বাস্থ্য বাতায়ন ১৬২৬৩, হটলাইন ৩৩৩,আইইডিসিআর ১০৬৫৫।

ল্যাব সার্ভিসঃ

❖ সরকারি ভাবে ঢাকার মধ্যে ৯০টি এবং ঢাকার বাইরে ৪০টি সহ সর্বমোট ১৩০টি পরীক্ষাগারে প্রতিদিন কোভিড-১৯ এর স্যাম্পল পরীক্ষা করা হচ্ছে। এসকল পরীক্ষাগারে দেশে এ পর্যন্ত ৬৭,২৬,৩৭১টি জিন এক্সপার্ট মেশিনের মাধ্যমে ৬৬,৯৯৯ জন এবং ৪৪৭টি কোভিড-১৯ র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট সেন্টারের মাধ্যমে ৩,০৬,১০৯ জনসহ সর্বমোট ৭০,৯৯,৪৭৯ জনের কোভিড-১৯ টেস্ট সম্পন্ন হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

❖ কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দেশের স্থল/নৌ/বিমান বন্দরসমূহে কর্মরত ডাক্তার, নার্স, স্যানিটারি ইন্সস্পেক্টর ও পয়েন্টস অফ এন্ট্রিসমূহের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রাতিষ্ঠানিক এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া চলমান আছে।

❖ দেশের ৬৪টি জেলার ৫,১০০ ডাক্তার এবং ১,৭০০ নার্সকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মাধ্যমে করোনার ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট ও ইনফেকশন প্রিভেনশন এ্যান্ড কন্ট্রোল বিষয়ে ট্রেনিং সম্পন্ন হয়েছে।

❖ ৩৯ বিসিএস-এর নবনিয়োগকৃত ২,০০০ ডাক্তার ও ৫,০০০ নার্সদের প্রশিক্ষণ চলমান আছে।

গবেষণা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা:

❖ এ যাবত চলমান ও সম্পন্ন গবেষণার অন্তর্বর্তীকালীন ফলাফল দ্রুত প্রকাশ করে বৈশ্বিক মহামারি নিয়ন্ত্রণে তা কাজে লাগাতে হচ্ছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি গবেষণার অন্তর্বর্তীকালীন ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে এবং এদেশে বৈশ্বিক মহামারি নিয়ন্ত্রণে গবেষণার ফলাফল কাজে লাগানো হয়েছে।

ঝুঁকি সংযোগ ও কমিউনিটি অংশগ্রহণ:

❖ সংশ্লিষ্ট বিভাগ, অংশীজন, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় জাতীয় ঝুঁকি সংযোগ ও কমিউনিটি অংশগ্রহণের চলমান কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

❖ কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য গঠিত কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

❖ এলাকাভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী, খন্ডকালীন নিয়োগ বা স্বেচ্ছাসেবীদের সমন্বয়ে কমিউনিটি স্বাস্থ্য কর্মী গড়ে তোলা হয়েছে।

❖ কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া) স্বাস্থ্য শিক্ষা বার্তা, টিভিসি ইত্যাদি প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আরো জোরদার করা হচ্ছে।

❖ গণমাধ্যমের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও সাংবাদিক সংগঠনসমূহের সহযোগিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

❖ গুজব ও ভুল তথ্য প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে প্রমাণ ভিত্তিক তথ্যের সংকলন ও প্রচার নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং ভুল প্রতিবেদন প্রকাশ প্রতিরোধের ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে।

❖ ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবৃন্দের কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

❖ ঝুঁকি সংযোগ ও জনসচেতনতামূলক বার্তা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং আইইডিসিআর-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (আইপিসি)

❖ কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সকল হাসপাতালে সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ (আইপিসি) কমিটি তৎপর রয়েছে এবং উক্ত কমিটির নেতৃত্বে সকল কার্যক্রম চালু রাখা ও জোরদার করার উপর বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

❖ কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসাবে হাসপাতালে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

রোগ নজরদারি (সার্ভেল্যান্স), র‍্যাপিড রেসপন্স টিম, রোগী অনুসন্ধান এবং কন্টাক্ট ট্রেসিং:

- ❖ সংজ্ঞা অনুযায়ী ও ঘটনাভিত্তিক সার্ভেল্যান্সের মাধ্যমে রোগীর অনুসন্ধান জোরদার করা হচ্ছে এবং ইনফ্লুয়েজা সার্ভেল্যান্স প্ল্যাটফর্ম (Influenza Like illness & Severe acute respiratory illness) ব্যবহার করে কোভিড -১৯ সার্ভেল্যান্সকে আরো শক্তিশালী করা হয়েছে।
- ❖ সারাদেশের সেন্টিনেল সাইটগুলোতে সক্রিয় সার্ভেল্যান্স (এ্যাকটিভ সার্ভেল্যান্স) জোরদার করা হয়েছে।
- ❖ কমিউনিটিতে এ্যাকটিভ কেস অনুসন্ধান, মৃত্যু সার্ভেল্যান্স এবং ঘটনা ভিত্তিক সার্ভেল্যান্স-এর ভিতর ঘাটতিসমূহ অনুসন্ধান করে ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- ❖ উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন, দুর্গম অঞ্চল, প্রান্তিক আর্থসামাজিক গোষ্ঠী এবং উচ্চ ঝুঁকি এলাকায় সক্রিয়ভাবে রোগী খুঁজে বের করার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং আরো জোরদার করা হয়েছে।
- ❖ র‍্যাপিড রেসপন্স টিমকে রোগ সনাক্তকরণ এবং ডিজিজ সার্ভেল্যান্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া, তাদের মাধ্যমে রোগী এবং গুচ্ছ তদন্ত (ক্লাস্টার ইনভেস্টিগেট) করার বিদ্যমান ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হয়েছে। প্রতি রোগীকে পৃথক (আইসোলেট) করা এবং তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদেরকে (ক্লোজ কন্টাক্ট) অনুসন্ধান করা এবং কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- ❖ কন্টাক্ট ট্রেসিংয়ের জন্য স্থানীয় সরকারের জনবল এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ত করে তাদের মাধ্যমে রোগের উপসর্গ আছে এমন লোকসহ সকল ক্লোজ কন্টাক্টদের কন্টাক্ট ট্রেসিংয়ের মাধ্যমে নতুন রোগী খুঁজে বের করা হচ্ছে এবং আরো জোরদার করা হয়েছে।
- ❖ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ল্যাবরেটরি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সিভিল সার্জন ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় কোভিড-১৯ নিশ্চিত রোগীদের আইসোলেশন নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- ❖ কোভিড-১৯ সন্দেহজনক রোগী সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে ১৬২৬৩, ১০৬৫৫ ও ৩৩৩ নম্বরের হটলাইন ২৪/৭ চালু রাখা হয়েছে।

পয়েন্টস অফ এন্ট্রিসমূহে কার্যক্রম ও সক্ষমতা জোরদারকরণের প্রস্তুতি:

- ❖ স্থল, নৌ এবং বিমান বন্দরসমূহে হেলথ স্ক্রিনিং কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি), হেলথ ডিক্লারেশন ফর্ম এবং প্যাসেঞ্জার লোকেটর ফর্ম প্রস্তুত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বন্দর সমূহে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম এবং হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারের কার্যক্রম চালু আছে।
- ❖ লিফলেট, এক্স স্ট্যান্ড, ডিজিট্যাল ব্যানার ও ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে যাত্রীদের স্বাস্থ্য সতর্কতা সম্পর্কে জানানো হচ্ছে এবং কোভিড-১৯ সন্দেহজনক ও নিশ্চিত রোগী সনাক্ত করার জন্য স্বাস্থ্য কার্ড প্রস্তুত করে দেশের সকল বন্দরে বিতরণ করা হয়।

থার্মাল স্ক্যানার স্থাপন:

- রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ-এর আইএইচআর প্রোগ্রাম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আইওএম-এর সহযোগিতায় স্থল, নৌ ও বিমান বন্দরসমূহের সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে বন্দর সক্ষমতা অর্জনের কাজ চলমান আছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ইতোমধ্যেই টেকনাফ, আখাউড়া, বেনাপোল ও সোনা মসজিদ, হিলি ও দর্শনা স্থল স্থলবন্দরে এবং হজরত শাহজালাল, হজরত শাহ আমানত, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, কক্সবাজার বিমান বন্দর, বেনাপোল ও ঢাকা রেল স্টেশনে ডিজিট্যাল থার্মাল স্ক্যানার স্থাপন করা হয়েছে।

হেলথ ডেস্ক/বুথ স্থাপন:

- ❖ আইওএম-এর সহযোগিতায় তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রেল স্টেশনে হেলথ স্ক্রিনিং বুথ স্থাপন করা হয়েছে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বন্দরসমূহেও হেলথ স্ক্রিনিং বুথ/ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। বিমানবন্দর, স্থলবন্দর এবং নৌবন্দরে স্থাপিত হেলথ ডেস্কগুলোর মাধ্যমে নিষ্ঠার সাথে বিদেশগামী ব্যক্তিদের করোনা পরীক্ষার সনদ যাচাই করা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশিত রাখা এবং থার্মাল স্ক্যানার দ্বারা শারীরিক তাপমাত্রা পরীক্ষার মাধ্যমে বহির্গামী যাত্রীদের সুস্থতা পর্যালোচনা করে চেক-ইন কাউন্টারে প্রেরণ করা হচ্ছে।

- ❖ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (সিডিসি) এবং আইওএম-এর সহযোগিতায় তিনটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও সমুদ্র বন্দর, বেনাপোল স্থল বন্দরসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ বন্দরসমূহে কর্মরত ডাক্তার, নার্স, স্যানিটারি ইন্সস্পেক্টর ও পয়েন্টস অফ এন্ট্রিসমূহের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কোভিড-১৯ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং স্ক্রিনিং-এর উপর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং চলমান থাকবে।
- ❖ ফ্লাইটসমূহের পাইলট, ক্রু, এয়ারলাইন্স অপারেটর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হেলথ ডিক্লারেশন ফর্মসহ অন্যান্য করণীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সহায়তায় বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের সংগৃহীত তথ্য, বিভাগ এবং জেলাওয়ারি আলাদা করে, বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং জেলাগুলিতে নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে।
- ❖ বিদেশ থেকে আগত কোন যাত্রী কোভিড-১৯ নেগেটিভ সনদ ছাড়া আসলে আবশ্যিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন করা হচ্ছে।
- ❖ কোভিড-১৯ ছাড়াও ভবিষ্যতে যে কোন মারাত্মক উদ্ভূত এবং নব-উদ্ভূত রোগের কারণে জরুরি আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিলে সেটি মোকাবিলায় আইএইচআর, ২০০৫ এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নতিকরণ এবং জরুরি প্রস্তুতি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থল, নৌ এবং বিমানবন্দরসমূহে এডিবি ও বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে মেডিক্যাল সেন্টার স্থাপন করার বিষয়টি চলমান আছে।

করোনা সংক্রমণের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের জন্য বিশেষ সতর্কতা:

- ❖ ভারত , নেপাল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সহ ০৮টি দেশের জন্য বিশেষ জরুরি কারন ছাড়া বাংলাদেশে যাত্রী প্রবেশ এবং বাংলাদেশ হতে এসব দেশে গমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- ❖ ১২টি দেশ থেকে আগত যাত্রীদের বাংলাদেশে আসতে হলে তাদের পূর্ণ ডোজ কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন দেয়া থাকতে হবে এবং তাদের আকাশযাত্রা শুরুর ৭২ ঘণ্টা বা তার কম সময় অবশিষ্ট থাকতেই নমুনা দিয়ে পিসিআর টেস্ট করিয়ে কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট নিয়ে বোর্ডিং করতে হবে এবং বাংলাদেশে আসার পরেও সে সনদটি বিমানবন্দরে প্রদর্শন করতে হবে। যাত্রীদের কঠোরভাবে ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। অন্যথায় তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে।
- ❖ বিশ্বে অন্যান্য দেশ থেকে আগত যাত্রীদের বাংলাদেশে আসতে হলে তাদের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন দেয়া থাকুক বা না থাকুক, তাদেরকে আকাশযাত্রা শুরুর ৭২ ঘণ্টা বা তার কম সময় অবশিষ্ট থাকতেই নমুনা দিয়ে পিসিআর টেস্ট করিয়ে কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট নিয়ে বোর্ডিং করতে হবে এবং বাংলাদেশে আসার পরেও সে সনদটি বিমানবন্দরে প্রদর্শন করতে হবে।
- ❖ বাংলাদেশে আসার পর কোন যাত্রীর মধ্যে কোভিড-১৯ এর লক্ষণ দেখা গেলে তাকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১৪ দিনের আইসোলেশনে প্রেরণ করা হবে। কোভিড-১৯ এর লক্ষণ না থাকলে যাত্রীদের কঠোরভাবে ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর:

ইপিআই প্রোগ্রাম:

- ❖ ২০২০-২১ অর্থবছরে ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনে ৯৬.০৮ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
- ❖ হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন ২০২০ উপলক্ষ্যে ইপিআই প্রধান কার্যালয় এবং উন্নয়ন সহযোগী ৩০ জন প্রশিক্ষককে ২০-২১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ❖ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ২৫০ জন বিভিন্ন কর্মকর্তার এমআর ক্যাম্পেইন ফর ন্যাশনাল ট্রেইনিং অব ডিসট্রিক্ট লেভেল ট্রেনার বিষয়ক ২ দিনের অনলাইন প্রশিক্ষণ নভেম্বর ২০২০ তারিখে দেয়া হয়েছে।
- ❖ MRC implementation সংক্রান্ত দুদিনের এবং macro-plan reporting and online supervision এর উপর একদিনের অনলাইন প্রশিক্ষণ ৪টি ব্যাচে ২৯২ জনকে দেয়া হয়েছে।।

- National master Training of Trainers (TOT) for national level Trainers/facilitators of EPI HQ and WHO EPI DC. SIMO's and UNICEF Health Officers/consultants development partners (on site training) – ব্যাচ ৪টি অংশগ্রহণকারী ২২৪ জন।
- Upazila, Municipality & City Corporation level training for 1st line supervisors and vaccinators.(14 days) – ব্যাচ ৪,১৭৩টি অংশগ্রহণকারী ৮৩,৪৬০ জন।
- National TOT, District Orientation of doctors and Nurses on CIVID-19 AEFI surveillance and AEFI case management for 10 district.– ব্যাচ ২০টি অংশগ্রহণকারী ৫৫০ জন।
- Upazila level & City Corporation Orientation of doctors and Nurses on COVID-19 AEFI surveillance and AEFI case management for 484 Upazilas– ব্যাচ ৫৩২টি অংশগ্রহণকারী ১০,৬৪০ জন।
- Workshop with City Corporation and Municipality Stakeholders to share and finalize urban immunization activities based on approved urban immunization Strategy.– ব্যাচ ৪টি অংশগ্রহণকারী ৪০ জন।
- COVID-19, Sinopharm vaccine training (Online) – ব্যাচ ৪টি অংশগ্রহণকারী ৪০ জন।

এনএনএইচপি এন্ড আইএমসিআই প্রোগ্রাম:

- ৪৫৮ জন চিকিৎসক, নার্স ও মাঠকর্মীদের সমন্বিত নবজাতক সেবা প্যাকেজের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৫৮৯ জন চিকিৎসক ও নার্সদের ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার (KMC) এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৭৭৫ জন চিকিৎসক এবং নার্সদের ETAT -এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের ম্যানেজারদের NNHP Tool Kit এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৬,৮৩৫ জন Doctor, SACMO, Field Staff -দের Revised IMCI Protocol -এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৬২৬ জন ডাক্তার ও নার্সদেরকে HBB-এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ম্যাটারনাল হেলথ প্রোগ্রাম:

- ডিএসএফ কার্যক্রমভুক্ত ৫৫ উপজেলায় জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ৮১,৫০৩ জন দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাকে ভাউচার প্রদান করা হয়েছে।
- ইতঃপূর্বে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকল সিএসবিএ যথারীতি মাঠপর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে। নতুন অপারেশনাল প্ল্যানে নতুন সিএসবিএ (৬ মাস ব্যাপী) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে।
- নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস, ২০২১ প্রথম বারের মত প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের নেতৃত্বে স্থানীয় জনগণের উপস্থিতিতে গর্ভবতী মায়েদের নিয়ে মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেখানে গর্ভবর্তী মায়েদের নিরাপদ প্রসবের জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়।
- বর্তমানে দেশে মাতৃমৃত্যু হার ১৭৬ (প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে) এই হার ২০২২ সালের মধ্যে ১০৫ (প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে)-এ নামিয়ে আনার জন্য লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে (এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী)।

এ্যাডোলসেন্ট হেলথ প্রোগ্রাম:

- জেলা পর্যায়ের এ্যাডোলসেন্ট হেলথ-এর উপর মাধ্যমিক শিক্ষকদের ও পিয়ার গ্রুপের ৯৫টি ব্যাচে ২,৮৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- হেলথ সার্ভিস প্রোপাইটর (ডাঃ, নার্স ও SACMO) দের এবং বেসিক হেলথ ওয়াকার্সদের (এইচআই, এএইচআই, এইচএ ও এফডাব্লুএ) বিভিন্ন জেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এ্যাডোলসেন্ট হেলথ-এর উপর এ্যাডোলসেন্ট পিয়ার গ্রুপের ৭৮টি ব্যাচে ২,৩৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সাইকোসোশ্যাল কাউন্সিলিং-এর উপর ফেনী জেলায় বেসিক হেলথ ওয়ার্কাস ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ৬টি ব্যাচে ১৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- ❖ এ্যাডোলসেন্ট নিউট্রিশনের উপর ফেনী জেলায় বেসিক হেলথ ওয়ার্কাস ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ৬টি ব্যাচে ১৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ সাইকোসোশ্যাল কাউন্সেলিং নিউট্রিশনের উপর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর ম্যানেজারদের ২টি ব্যাচে ৪৬ জনকে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে TOT প্রশিক্ষণ ২টি ব্যাচে ৪৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ গেটকিপারদের (চেয়ারম্যান,মেম্বার ও ইমাম ও কমিনিটি লিডারদের) এ্যাডোলেসেন্ট হেলথের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

স্কুল হেলথ:

- ❖ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিভাগের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার উপর স্বাস্থ্যশিক্ষা ম্যানেজারদের ৭১টি ব্যাচে ২,১৩০ জনকে TOT এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উপর ১টি ব্যাচে ৩০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ স্কুল হেলথের মেডিকেল অফিসার ও ইউএসএফপিওদের সমন্বয়ে ১টি ব্যাচে ৩০ জনের ওয়ার্কশপ করা হয়েছে।

কমিউনিকেবল ডিজেজ কন্ট্রোল:

- ❖ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, আইএইচআর, হেপাটাইটিস, ইনফেকশন প্রিভেনশন এবং কন্ট্রোল ইত্যাদি বিষয়ক মাঠপর্যায় ও অনলাইনভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কারিগরি সহায়তায় আইএইচআর প্রোগ্রাম, সিডিসির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও স্থল বন্দরসমূহে ডিজিজ সার্ভেল্যান্স কার্যক্রম শুরু এবং চলমান রয়েছে।
- ❖ আগত যাত্রীদের তথ্য হেলথ ডিক্লারেশন ফর্ম এর মাধ্যমে ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রি করে কণ্টাক্ট ট্রেসিংয়ের জন্য আইইডিসিআর, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে।
- ❖ বিভিন্ন দেশ সমূহ হতে আগত যাত্রীদের মধ্যে করোনা রোগী/ক্লোজ কণ্টাক্ট-এর তথ্য আইএইচআর-২০০৫ এর আর্টিকেল ৪৪ এর নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দেশের আইএইচআর ফোকাল পয়েন্টদের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে।
- ❖ আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিধি, ২০০৫ (IHR-2005), আর্টিকেল ৪৪ এর 'COLLABORATION AND ASSISTANCE' চুক্তির বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত বাংলাদেশি কোভিড আক্রান্তের এবং ক্লোজ কণ্টাক্ট সংক্রান্ত তথ্য কণ্টাক্ট ট্রেসিংয়ের জন্য আইইডিসিআর-এ পাঠানো হচ্ছে।
- ❖ ৮৬৮ জন মেডিক্যাল অফিসার, পরিসংখ্যানবিদ ও এমটিদের কোভিড-১৯ র‍্যাপিড এন্টিজেন পরীক্ষা পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ❖ হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কর্তব্যরত ১৭৫ জন স্বাস্থ্যকর্মীদের কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশন ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের ২৪০ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক, স্যানিটারি পরিদর্শক, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক, স্বাস্থ্য সহকারী ও কম্যুনিটি হেলথ কেয়ার প্রভাইডারদের কোভিড-১৯ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, ইনফেকশন কন্ট্রোল, ল্যাব ডায়াগনোসিস ও রিস্ক কম্যুনিকেশনের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ❖ আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিধি, ২০০৫ অনুযায়ী হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৪০০ গজ পরিধি ব্যাপী ক্ষতিকর ভেক্টরমুক্ত রাখার জন্য ক্রাশ প্রোগ্রাম করা হয়েছে।
- ❖ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ৪ দিনব্যাপী কর্মপরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ❖ কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দেশের স্থল/নৌ/বিমান বন্দরসমূহে কর্মরত ডাক্তার, নার্স, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও পয়েন্টস অফ এন্ট্রিসমূহের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রাতিষ্ঠানিক এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ❖ ফ্লাইটসমূহের পাইলট, ক্রু, এয়ারলাইন্স অপারেটর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হেলথ ডিক্লারেশন ফর্মসহ অন্যান্য করণীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের আইএইচআর প্রোগ্রামের মাধ্যমে কোভিড-১৯ সার্ভেল্যান্স ও স্ক্রিনিং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লালমনিরহাট, সাতক্ষীরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, পঞ্চগড় জেলার পয়েন্টস অফ এন্ট্রি সমূহে প্যাসেঞ্জার স্ক্রিনিং এবং প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- করোনা রোগে (কোভিড-১৯) মৃতব্যক্তির মৃতদেহ নিরাপদ ভাবে দাফন/সৎকার/ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) সম্বন্ধে ৬৪টি জেলার প্রায় ২,৫০০ ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ চলমান আছে।
- সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণির প্রায় ১,০০০ জন স্টাফকে ইনফেকশন প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল-এর উপর ট্রেনিং দেয়া হয়েছে।
- ৭ জুন ২০২০ তারিখে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিম-এর সকল সদস্যদের কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং পয়েন্টস অফ এন্ট্রিতে 'কোভিড-১৯ প্যাসেঞ্জার স্ক্রিনিং ও এয়ারক্রাফটের ভিতর সাস্পেক্টেড কোভিড-১৯ কেস' এর স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) সম্বন্ধে ওরিয়েন্টেশন দেয়া হয়েছে।
- বাংলাদেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ২টি সমুদ্র বন্দর, ২টি রেলওয়ে স্টেশন, এবং ২৩টি স্থলবন্দর দিয়ে এ পর্যন্ত মোট ২৩,১৮,৮৩২ জন যাত্রীকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে।
- ঢাকায় তিনটি প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিন সেন্টার চলমান আছে। সারাদেশে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় মোট ৬২৯টি কোয়ারেন্টিন সেন্টার প্রস্তুত আছে। এ পর্যন্ত সারাদেশে মোট ৭,৯৪,৪০৩ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে।
- করোনা সংক্রমণ শুরু হবার পর থেকেই ব্যানার, লিফলেট, এক্স স্ট্যান্ড, ডিজিটাল ব্যানার, পেপার ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার প্রচারণা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ১০টি কোভিড-১৯ সম্পর্কিত জাতীয় গাইডলাইন, ২৮টি অন্যান্য নির্দেশিকা, ৪টি এসওপি এবং ১৩টি গণসচেতনতামূলক উপকরণ তৈরি করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ মহামারির সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সামাজিক পর্যায়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে রয়েছে।
- রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের আইএইচআর প্রোগ্রাম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আইওএম-এর সহযোগিতায় স্থল, নৌ ও বিমান বন্দরসমূহের সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সরজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে বন্দর সক্ষমতা অর্জনের কাজ চলমান আছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ইতোমধ্যেই টেকনাফ, আখাউড়া, বেনাপোল ও সোনা মসজিদ, হিলি ও দর্শনা স্থল স্থলবন্দরে এবং হজরত শাহজালাল, হজরত শাহ আমানত, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, কক্সবাজার বিমানবন্দর, বেনাপোল ও ঢাকা রেল স্টেশনে ডিজিট্যাল থার্মাল স্ক্যানার স্থাপন করা হয়েছে।
- ফ্লাইটসমূহের পাইলট, ক্রু, এয়ারলাইন্স অপারেটর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হেলথ ডিক্লারেশন ফর্মসহ অন্যান্য করণীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

লাইফস্টাইল এবং হেলথ এডুকেশন ও প্রমোশন

স্বাস্থ্য শিক্ষা সার্ভিস প্যাকেজ বাস্তবায়ন:

- ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশ ব্যাপী স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে ৯টি সার্ভিস প্যাকেজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- দেশব্যাপী কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্য়ক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পল্লীগীতি/নাটক, মোটরসাইকেল ও গাড়ী বিভিন্ন প্রকার শোভাযাত্রা টিভিসি প্রস্তুত করা হয়েছে। জ্যাকেট ফোল্ডার, বুকলেট, লিফলেট ও কাপড়ের মাস্ক প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে।
- দেশের ৮টি বিভাগ ও ৬৪ জেলায় এলইডি তথ্য বোর্ড প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।
- রাস্তা, ফুটপাত, উন্মুক্ত স্থানের খাদ্য পরিহারে দেশব্যাপী পল্লীগীতি/নাটক, গাড়ী শোভাযাত্রা ও টিভিসি প্রস্তুতকরত সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে টিভি চ্যানেলে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হয়েছে।
- বাল্য বিবাহ ও অল্প বয়সে গর্ভধারণ প্রতিরোধে বিভিন্ন টিভিসি প্রস্তুত করে টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে।
- নবজাতক জন্মের সময়ে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে টিভিসি, লিফলেট, ফোল্ডার, বুকলেট ও টি শার্ট প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে।
- হেপাটাইটিস বি, ক্যান্সার এবং পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধে টিভিসি, লিফলেট, ফোল্ডার, বুকলেট ওটি শার্ট প্রস্তুত, প্রচার ও বিতরণ করা হয়েছে।

- ❖ ইনফেকশন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হ্রাস করতে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা হাসপাতালে ওয়ার্কশপ আয়োজন, বিলবোর্ড স্থাপন, লিফলেট, জ্যাকে ফোল্ডার, বুকলেট ও টি শার্ট, ফেস্টুন প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে।
- ❖ চিনি ও লবণ গ্রহণের বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে গণমাধ্যমে প্রচার, বিলবোর্ড স্থাপন, টিভিসি টিভিসি, লিফলেট, জ্যাকে ফোল্ডার, বুকলেট ওটি শার্ট প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে

ডকুমেন্টারি প্রস্তুত:

- ❖ শহর, গ্রামাঞ্চল এবং দূর্গম অঞ্চলের সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোতে রেফারেল সংক্রান্ত জ্ঞান উন্নয়নে লাইফস্টাইল, হেলথ্ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন কার্যক্রমের উপর ইংরেজি ও বাংলায় প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও রিমোট অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা সংক্রান্ত ইংরেজী ও বাংলায় প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে ৮ মিনিটের একটি টিভি ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক মুদ্রিত উপকরণ:

- ❖ ডায়রিয়া লিফলেট - ১,০০,০০০ পিস, ডেঙ্গু লিফলেট - ১,০০,০০০ পিস, চিকুনগুনিয়া লিফলেট - ৫০,০০০ পিস, সর্প দংশন লিফলেট - ৫০,০০০ পিস, করোনা লিফলেট - ১,০০,০০০ পিস, কোভিড টেস্ট ফরম - ৬০,০০০ পিস, কোভিড টেস্ট ১৯ লিফলেট - ১,০০,০০০ পিস, কোভিড ১৯ পোস্টার - ১,০০,০০০ পিস, কোভিড ১৯ পোস্টার - ১,০০,০০০ পিস, নিপাহ লিফলেট - ১,০০,০০০ পিস, মুজিববর্ষ পোস্টার - ২০,০০০ পিস, কোভিড ১৯ ভ্যাকসিন বিষয়ক পোস্টার - ৭০,০০০ পিস, কোভিড ১৯ পোস্টার - ৭৫,০০০ পিস এবং কোভিড টেস্ট ফরম - ৫০,০০০ পিস।

স্বাস্থ্য বার্তা সংবলিত ব্যানার, ফেস্টুন ও লং ব্যানারের মাধ্যমে প্রচার:

- ❖ ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ২০২০ উপলক্ষ্যে লং ব্যানার ৫টি, গেট ব্যানার ২০টি, ফুটওভার ব্রিজ ব্যানার ৪টি, রোড সাইড ব্যানার ৫০টি, স্ট্যান্ড ব্যানার ৫০টি, প্লে কার্ড ৫০টি, ফেস্টুন ২০০টি তৈরি এবং ১টি স্টেজ সজ্জিত করা হয়েছে।
- ❖ ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে লং ব্যানার ২টি ও গেট ব্যানার ২টি তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২টি ব্যানার তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে লং ব্যানার ২টি, ফেস্টুন ৫০টি তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ফুটওভার ব্রিজ ব্যানার ২০টি, লং ব্যানার ৬টি, ফেস্টুন ২২৫টি তৈরি করা হয়েছে।
- ❖ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ফুটওভার ব্রিজ ব্যানার ২৩টি, লং ব্যানার৬টি, ফেস্টুন ২২৫টি তৈরি করা হয়েছে।

টেলিভিশনে (ইলেকট্রনিক মিডিয়া) স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচার:

- ❖ 'সারাদেশে বর্তমানে ৮৩টি প্রতিষ্ঠানে করোনা পরীক্ষা হচ্ছে। জ্বর-কাশি হলে অথবা করোনা সনাক্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসলে সরকারি/নির্ধারিত বেসরকারি হাসপাতাল/ডায়াগনষ্টিকস/বুথে পরীক্ষার জন্য নমুনা প্রদান করুন'।
- ❖ 'বন্যা, কোভিড-১৯ এর দুঃসময় পেরিয়ে আবার জেগে উঠবে বাংলাদেশ। জাতীয় শোক দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।' জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদদের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি সংক্রান্ত তথ্য প্রচার।
- ❖ '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাত্রিতে ঘাতকের বুলেটে জতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সকল সদস্যের প্রতি মাননীয় মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত সকল সদস্যের পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা' সংক্রান্ত তথ্য প্রচার।

- ❖ 'মাস্ক ব্যবহার করোনা প্রতিরোধের প্রধান হাতিয়ার। যাদের ডায়াবেটিস, উচ্চ-রক্তচাপ, হৃদরোগ, ক্যান্সার, শ্বাসকষ্ট আছে, তারা করোনা আক্রান্ত হলে অবশ্যই দ্রুত হাসপাতালে চিকিৎসা নেবেন'।
- ❖ করোনা প্রতিরোধে স্বাস্থ্য বার্তা বিষয়ক ইনফোগ্রাফিক্স টিভি স্পট (৩০ সেকেন্ড ব্যাপী) প্রচার।
- ❖ 'করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি হাসপাতালের আইসিইউ এবং সাধারণ শয্যা বিষয়ে তথ্য পেতে ফোন করুন: ০১৩১৩৭৯১১৩৮, ০১৩১৩৭৯১১৩৯, ০১৩১৩৭৯১১৪০ নম্বরে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন'।
- ❖ 'করোনা প্রতিরোধে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। যারা পূর্ব থেকেই দীর্ঘমেয়াদি রোগে আক্রান্ত তারাসহ বয়োজ্যেষ্ঠদের করোনা পজিটিভ হলে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি হোন'।

অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন:

- ❖ USAID উজ্জীবন-এর কারিগরী সহযোগিতায় ডিজিটাল আর্কাইভে বিভিন্ন ধরনের SBCC উপকরণ (পোস্টার, লিফলেট, বুকলেট টিভিসি, ডকুমেন্টারি) আপলোড করা হয়েছে।
- ❖ মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য উজ্জীবনের সহযোগিতায় মাঠপর্যায়ে এবং কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ❖ স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো মাঠপর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য যোগাযোগ এবং কাউন্সেলিং-এর উপর একটি উজ্জীবনের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ কারিক্যুলাম করা হয়েছে যা আগামীতে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করায় ভূমিকা রাখবে।

ডিজিটাল স্বাস্থ্য বা ই-হেলথ:

- ❖ জাতীয় পর্যায় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল থেকে শুরু করে কমিউনিটি ক্লিনিক এবং গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও ট্যাবলেট কম্পিউটার প্রদান এবং ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ১৩ হাজারের অধিক সকল চালু কমিউনিটি ক্লিনিকে ১টি করে কম্পিউটার এবং প্রায় ২৪ হাজার স্বাস্থ্য কর্মীদের ট্যাবলেটসহ ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে।
- ❖ অনলাইন ডেটাবেজে হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সকল উপজেলা ও জেলা হাসপাতাল, সকল সিভিল সার্জন ও বিভাগীয় স্বাস্থ্য অফিস, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- ❖ স্বাস্থ্য বাতায়ন নামে ২৪/৭ একটি হেলথ কল সেন্টার চালু করা হয়েছে। এর নম্বর ১৬২৬৩। মোটামুটি স্বাভাবিক কল রেটের মাধ্যমে চিকিৎসকের তাৎক্ষণিক পরামর্শ ও বিভিন্ন স্বাস্থ্য তথ্য প্রদান করা হয় এবং সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অভিযোগ গ্রহণ এবং প্রতিকার করা হয়। ৬৪ জেলা হাসপাতাল ও ৪২১টি উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা/সপ্তাহের ৭ দিন বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদানের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- ❖ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ১টি সমন্বয় কেন্দ্রসহ ৯৪টি হাসপাতালে উন্নতমানের টেলিমেডিসিন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
- ❖ সকল বিভাগীয় ও জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকের কার্যালয়সমূহ, সকল জেলা ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সকল মেডিকেল কলেজ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে যুক্ত করে আধুনিক ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- ❖ হেল্থ সিস্টেম স্ট্রেংদেনিং (এইচএসএস) নামে একটি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকান্ডের দক্ষতা যাচাই করা হয়। প্রতি বছর এ বিষয়ে হেলথ মিনিস্টারস পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে।
- ❖ মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ সকল বিশেষায়িত হাসপাতালে আংগুলের ছাপ সনাক্তকারী রিমোট ইলেকট্রনিক্স অফিস এ্যাটেনডেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে।
- ❖ সরকারি-বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের ইলেকট্রনিক তথ্য ভান্ডার, দেশ-ভিত্তিক স্বাস্থ্য মানবসম্পদ তথ্য ভান্ডার, জিও-লোকেশন তথ্য্য ভান্ডার, হাসপাতাল অটোমেশনের জন্য ওপেন এমআরএস সফট্ওয়্যার চালু, জনস্বাস্থ্য

বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ডিএইচআইএস২ (DHIS2) সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য তথ্য নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে।

- ❖ কোভিড-১৯ মহামারি সময়ে ডিজিটাল হেলথ-এর সাহায্যে প্রতিটি সন্দেহজনক ব্যক্তির পরীক্ষার ফলাফল স্বল্পতম সময়ে অনলাইনে দেয়াসহ বিদেশগামী যাত্রীদেরও ফলাফল অনলাইনে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং বিমান বন্দরের ইমিগ্রেশনে সেগুলি পরীক্ষা করে যাত্রীদের বিদেশযাত্রা নিশ্চিত করছে।
- ❖ কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগীদের ফলাফলের ভিত্তিতে কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং এবং রোগীদের টেলিমিডিসিন সেবা প্রদানসহ নিয়মিত ফলোআপ করা হচ্ছে। ই-হেলথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নীতি নির্ধারকগণ সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত লজিস্টিক ও হাসপাতালের আইসিইউ বেডসহ অন্যান্য বেড ব্যবস্থাপনা এ ই-হেলথ সিস্টেমের মাধ্যমে সফলভাবে করা হচ্ছে।
- ❖ বর্তমানে ৫০টি হাসপাতালে ওপেনএমআরএস (OpenMRS^{+}) সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে হাসপাতাল অটোমেশন কার্যক্রম চলমান আছে এবং আরও ৫০টি হাসপাতালে সম্প্রসারণের কাজ চলছে।
- ❖ সরকারি-বেসরকারি সকল মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে সরকারি আওতাধীন এক এবং অভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাছাই ও নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে।
- ❖ স্বাস্থ্য ক্যাডারের সকল কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় তথ্য ডিজিটাল করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পদোন্নতির সময় মন্ত্রণালয় কর্তৃক কর্মকর্তাদের এসিআর অনলাইনে দেখা সম্ভব হচ্ছে। স্বাস্থ্য ক্যাডারের সকল কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ফাইল ডিজিটালে রূপান্তর করা হয়েছে এবং হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টে ব্যবহার হচ্ছে।
- ❖ সকল তথ্য একটি জায়গা থেকে দেখার জন্য একটি Dashboard চালু করা হয়েছে। এ ড্যাশবোর্ড পরিচালনার জন্য Tableau নামে একটি Business Intelligent (BI) টুলস্ ব্যবহার করা হচ্ছে।
- ❖ জাতীয় ই-হেল্থ পলিসি এবং ই-হেল্থ স্ট্রাটেজি তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর:

আমদানির লক্ষ্যে NOC প্রদান

- ❖ ১১৩টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১,৯৯,৫৩,৪৫৩ পিস আরটি পিসিআর কিট; ১৪২টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১,৫৩,২১,১০৫ পিস মাস্ক; ২১টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৮,২৯,৭০০ পিস হ্যান্ড স্যানিটাইজার; ২৯টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০,২২,২০০ পিস গ্লাভস; ১৮টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৭,১১,৫০০ পিস পিপিই ; ৯টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২,৪৬,৬৪৩ পিস গগলস; ১০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১,৬৮,৭২৮ পিস ফেসশিল্ড; ১১টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩,৭৪,২০০ পিস সু-কভার; ১৫টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১,২২৯ পিস ভেন্টিলেটর এবং ১টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৫,০০০ পিস ডেডবডি কেরিয়ার ব্যাগ আমদানির লক্ষ্যে NOC প্রদান করা হয়েছে।

উৎপাদনের অনুমতি প্রদান

- ❖ ২৯টি প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয়ভাবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার; মোট ৩৬টি প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয়ভাবে মাস্ক; মোট ১০৮টি প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয়ভাবে পিপিই এবং মোট ৮৬৭টি ঔষধ ও মেডিকেল ডিভাইস উৎপাদনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

উৎপাদন লাইসেন্স নবায়ন ও বাতিল

- ❖ মোট ২৮০টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। মোট ২৫টি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল প্রোটোকল এর অনুমোদন করা হয়েছে। মোট ২৮টি নতুন ঔষধ শিল্প প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।
- ❖ মোট ১৯টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। মোট ৪৭টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স সাময়িক বাতিল করা হয়েছে।

ড্রাগ লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন

- ❖ মোট ১৪,৬৬৩টি ফার্মেসীর অনুকূলে নতুন খুচরা ড্রাগ লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। মোট ৩২,৮৯৮টি ফার্মেসীর ড্রাগ লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

- ❖ মোট ৩৬,৪৪১টি ফার্মেসী পরিদর্শন করা হয়েছে।
- ❖ মোট ১,৭১৫টি মোবাইল কোর্টে মামলা দায়ের করে মোট ৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ১০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা মূল্যের অবৈধ ঔষধ জব্দ করে ধ্বংস করা হয়েছে।
- ❖ ঔষধ সংক্রান্ত বিভিন্ন অনিয়মের জন্য জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা দায়েরের সংখ্যা ৯২টি এবং ড্রাগ কোর্টে মামলা দায়েরের সংখ্যা ১৩টি।
- ❖ ঔষধের পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য মোট ৪,৬৫৯টি ঔষধের নমুনা উত্তোলন করা হয়েছে এবং মোট ৩,৩৫০টি ঔষধের নমুনার পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- ❖ দেশে উৎপাদনের লক্ষ্যে মোট ২,৭০৩টি ঔষধের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ আমদানির জন্য মোট ১,০১৮টি ঔষধ ও মেডিকেল ডিভাইসের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ ঔষধ রপ্তানির জন্য মোট ১০,২১০টি সিপিপি/এফএসসি/ফরম ১০ এ/জিএমপি সনদ ইস্যু করা হয়েছে।
- ❖ মোট ৭,৬৫১টি ব্লকলিস্ট অনুমোদন করা হয়েছে।
- ❖ মোট ১,৪৪৭টি ঔষধ ও মেডিকেল ডিভাইসের ইনডেন্ট/প্রোফরমা ইনভয়েস অনুমোদন করা হয়েছে।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

- ❖ ২০১৬ , ২০১৮ ও ২০২০ সালে নিয়োগকৃত ১৯,৭৬৫ সিনিয়র স্টাফ নার্সদের মধ্যে ২০২০ -২১ অর্থবছরে ২,৯১০ জনকে অপারেশন প্লানের আওতায় অরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের আওতায় এ পর্যন্ত যে সকল সিনিয়র স্টাফ নার্সগণ চাকুরিতে যোগদান করেছেন তাদের চাকুরিতে স্থায়ীকরণ করা হচ্ছে।
- ❖ ১৯৮০-৮৬ সাল পর্যন্ত সিনিয়র স্টাফ নার্সের মধ্যে ২৮ জুলাই ২০১৯ সালে ১১ জন ও ২৩ মার্চ ২০২০ সালে দুই ধাপে মোট ৭৯ জন সিনিয়র নার্সিং কর্মকর্তাকে ১ম শ্রেণির বিভিন্ন পদে জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতা অনুসারে ১ম শ্রেণিতে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ ২০ মে ২০২১ সালে মিডওয়াইফ পদে ১,৪০১ জন মিডওয়াইফকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- ❖ নতুন ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সভা করা হচ্ছে।
- ❖ ৬ জুলাই ২০২০ নুতন নিজস্ব ভবনে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর স্থানান্তর ও কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর:

- ❖ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধদিপ্তর ২০২০-২১ অর্থবছরে পিএফডি অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় বরাদ্দ ১৫৩৭.৪৮ কোটি টাকা বাজেটের বিপরীতে ১৪৬৮.৩৫ কোটি টাকা ব্যয় করছে। অর্জিত অগ্রগতি ৯৫.৫০ শতাংশ।
- ❖ গোপালগঞ্জের শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ স্থাপন কাজ, সাতক্ষীরা ২৫০ শয্যার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- ❖ করোনা রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পুড়ে যাওয়া আইসিইউ ইউনিট মেরামত ও সংস্কার করে পুনরায় চালু করা হয়েছে।
- ❖ করোনা রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহাখালীস্থ ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড-১৯ হাসপাতালের অবশিষ্ট অংশের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- ❖ ঢাকার মিরপুরস্থ লালকুঠি মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এ কেন্দ্রীয়ভাবে অক্সিজেন সরবরাহ কাজ সম্পন্ন হয়েছে
- ❖ ঢাকা মহানগর জেনারেল হাসপাতালে সেন্ট্রাল মেডিকেল গ্যাস সরবরাহ, স্থাপন, টেস্টিং ও কমিশনিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ❖ কুমিল্লা, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, মেহেরপুর, কিশোরগঞ্জ, খুলনা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, রাজবাড়ী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, নড়াইল, ঝিনাইদহ, লালমনিরহাট, বগুড়া, লক্ষ্মীপুর, বান্দারবান ও খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে সেন্ট্রাল মেডিকেল গ্যাস সরবরাহ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ❖ নাটোরের বড়াইগ্রাম, কুমিল্লার তিতাস, মেঘনা, বুড়িচং, সিলেটের দক্ষিণ সুরমা, সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার, সালনা, বিশ্বম্ভরপুর, চট্টগ্রামের স্বন্দ্বীপ, বান্দরবানের থানচি, বগুড়ার নন্দীগ্রাম, পিরোজপুর ইন্দুরকানি, হবিগঞ্জের লাখাই, রাঙ্গামাটির কাউখালি ও কক্সবাজারের রামু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।
- ❖ ভোলার চরফ্যাসন, গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি, মোকসুদপুর, নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ, কক্সবাজারের চকোরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ২০/৫০ হতে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে।
- ❖ নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ, নাটোরের নলডাঙ্গা, ময়মনসিংহের তারাকান্দা ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিমার্ণ করা হয়েছে।
- ❖ চাদঁপুরের ফরিদগঞ্জ, নোয়াখালীর কোম্পানিগঞ্জ, রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি, রাজশাহীর তানোরে পুরাতন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে।
- ❖ গাজীপুরের তালিয়া (নাগরি), কালিগঞ্জ, পিরোজপুরের টিয়ারখালী এবং বগুড়ার আদমদিঘী (শান্তাহার) উপজেলায় ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে।
- ❖ সিরাজগঞ্জ সদর ও চট্টগ্রামের কাচারি রোড, হাটহাজারীতে ট্রমা সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে।
- ❖ ওপি-এর আওতায় ১২৭টি নতুন কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়েছে। ৩৬২টি পুরাতন কমিউনিটি ক্লিনিক পুনঃনির্মাণকাজ করা হয়েছে। ১১৩টি কমিউনিটি ক্লিনিকের নব রূপায়ন ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সর্বমোট কাজ ২১২টি কাজে ব্যয় হয়েছে ১৩৬৪৮৯.৪১ লক্ষ টাকা।

গণপূর্ত অধিদপ্তর (স্বাস্থ্য উইং)

- ❖ গণপূর্ত অধিদপ্তর (স্বাস্থ্য উইং) পিএফডি অপারেশনাল প্ল্যান এর আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৮১৭৫২.০কোটি টাকার বাজেটের বিপরীতে ৮১৬২৩.০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। অর্জিত অগ্রগতি ৯৯.৮৪ শতাংশ।
- ❖ রংপুর, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা সিভিল সার্জন অফিস নির্মাণ ২১টি প্রকল্প; ডিপিপির আওতায় ১৭টি প্রকল্পের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত ৬১৫.৫০ কোটি টাকা বাজেটের বিপরীতে ৪২০.৬৮ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। অগ্রগতির ৬৮ শতাংশ।
- ❖ সিরাজগঞ্জের এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ এবং ৫০০ বেডের হাসপাতালের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মানিকগঞ্জের কর্ণেল আব্দুল মালেক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সমাপ্ত হয়েছে। টাঙ্গাইলের শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ২৫০ বেড থেকে ৫০০ বেডে উন্নীত করা হয়েছে। জামপালপুর শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

নিমিউ এন্ড টিসির সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

- ❖ নিমিউ ও ডিমিউ কর্তৃক ৪,৮১৮টি মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত করা হয়েছে।
- ❖ ১২টি হাসপাতালে অক্সিজেন আউটলেট ৩,৪৪৪টি, ভ্যাকুয়াম আউটলেট ২,৭৭৯টি, এয়ার আউটলেট ৫৭৭টি এবং ৩৩৫টি নাইট্রাস আউটলেট স্থাপন করা হয়েছে।

❖ ২৮টি হাসপাতালে মেডিকেল অক্সিজেন VIE ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালে ২০৫টি হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা (HFNC) সরবরাহ ও সংযোজন করা হয়েছে।

ঘ.৪.২৩ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরে ৭টি সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ৬,৭৫১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪,৪০,৮২,৫১৭ জন, ৮১,৬১৯টি পরিবার ও ২৪২টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয় এবং উপকারভোগীদের মধ্যে ১,৩৩,৪৭,৯৭১টি ফলিক এসিড ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬৭৮৯.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪,২৯,৭৩,৫৯৩ জন, ৮১,৬১৯টি পরিবার ও ৫১৪টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয় এবং উপকারভোগীদের মধ্যে ৩৯,২৫,৮৭৪টি ফলিক এসিড ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০২০-২১)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৯-২০)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	ডিমান্ড সাইড ফাইনান্সিং (ডিএসএফ) মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম	৮১,৫০৩ জন	১,৮৪৫.৯৫	৮১,৬২১ জন	২,৩৫৬.৬১
২.	ডিমান্ড সাইড ফাইনান্সিং (DSF) (হতদরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত ছানি রোগী অপারেশন কার্যক্রম)	১,০১৪ জন	২৫	৫৫১ জন	১৬.৫৩
৩.	ভিটামিন 'এ' ঘাটতিজনিত সমস্যাসমূহ নিয়ন্ত্রণ	৪,৪০,০০,০০০ জন	২,৮৫০.৪২	৪,২৮,৯১,৪২১ জন	২৮২০.১৯
৪.	আয়রনের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ	১,৩৩,৪৭,৯৭১টি ফলিক এসিড ট্যাবলেট	৯২৩	৩৯,২৫,৮৭৪টি ফলিক এসিড ট্যাবলেট	৭০০
৫.	মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি এবং মাঝারি তীব্র অপুষ্টির কমিউনিটি ও হাসপাতালভিত্তিক ব্যবস্থাপনা	৯৫টি প্রতিষ্ঠান	২৭৮.৫০	১৬০টি প্রতিষ্ঠান	১৭০
৬.	শিশুবান্ধব হাসপাতাল স্থাপন	১৪৭টি প্রতিষ্ঠান	১৯০.০২	৩৫৪টি	১৯০
৭.	স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি	৮১,৬১৯টি পরিবার	৬৩৮.১১	৮১,৬১৯টি পরিবার	৫৩৬.১২
মোট ৭টি কর্মসূচি		**৪,৪০,৮২,৫১৭ জন ৮১,৬১৯টি পরিবার ২৪২টি প্রতিষ্ঠান**	**৬,৭৫১.০০ লক্ষ টাকা**	**৪,২৯,৭৩,৫৯৩ জন ৮১,৬১৯টি পরিবার ৫১৪টি প্রতিষ্ঠান**	**৬৭৮৯.৪৫ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.২৪ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরে ৩টি সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ৩০,৭১৭.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫,৪৬,৪৫৭ জন ৩,৯৬৫টি প্রতিষ্ঠান ১,৬৫,০৫০০টি পরিবার উপকৃত হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩টি কর্মসূচি/প্রকল্পের বিপরীতে মোট ১৮,৩৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৬,৩০,২৮৫ জন, ৬,৩৫৮টি প্রতিষ্ঠান, ১,৬৫,০০০টি পরিবার উপকৃত হয়। ২০২০-২১ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ঘ.২ স্বাস্থ্য

ঘ.২.১ স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত

অর্থবছর	জন্মহার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (শতকরা)	১ (এক) মাসের কম বয়সের নীচে শিশু মৃত্যুরহার (Neo-natal Mortality Rate) (প্রতি হাজারে)	১ (এক) বছরের নীচে শিশু মৃত্যুরহার (Infant Mortality Rate) (প্রতি হাজারে)	পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের শতকরা হার (সক্ষম দম্পতি)	গড় আয়ু (বছর)		
									পুরুষ	মহিলা	মোট
২০১৯-২০	১৮.৩	৫.০	১.৩৭	১৬	২২	২৯	১.৬৯	৬৩.১	৭০.৮	৭৩.৪	৭২.৩
২০২০-২১	১৮.১	৫.১	১.৩৭	১৫	২১	২৮	১.৬৩	৬৩.৯	৭১.২	৭৪.৫	৭২.৮

সূত্র: Source: Bangladesh Sample Vital Statistics 2020, (Sl. No. 1 -10), Published : June 2021 (স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ)।

ঘ.২.২ স্বাস্থ্য রক্ষায় ব্যয় ও অবকাঠামো-সংক্রান্ত

অর্থবছর	মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় (টাকায়)	সারাদেশে হাসপাতালের সংখ্যা			সারাদেশে হাসপাতাল বেডের মোট সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্স* -এর সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিক্সের বিপরীতে জনসংখ্যা		
		সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিক্স	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিক্স
২০১৯-২০	২,৮৮২	৬১৪	৫,৩২১	৫,৯৩৫	৫৪,১০৭	৯১,৫৩৭	১,৪৫,৬৪৪	১,১১,৪১৩	৭১,৩৫৪	৩৬,৪৫৫	১:১,৫০০	১:২৩৪২	১:৪৫৮৪
২০২০-২১	৩,০০০	৬৩৯	৫,৭৪৯	৬,৩৮৮	৬৭,৭১৬	১,০২,৪০৭	১,৭০,১২৩	১,২১,৬৫৭	৭১,৩৬৯ (Nurse & Midwifery)	৩৪,৮৫৭ (রেজিস্টার্ড প্যারামেডিক্স ৭,৫০০)	১:১৩৯৭	১:২৩৮১	১:৪৮৭৭

সূত্র: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ।

*রেজিস্টার্ড প্যারামেডিকস ফার্মাসিস্ট (৭,৫০০), রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট: ল্যাব/রেডিওগ্রাফী/রেডিওথেরাপী/ফিজিওথেরাপী/ডেন্টাল) এর সংখ্যা ২৭,৩৫৭।

২০২০-২১ অর্থবছরে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা ৪৫৩টি ও বেড সংখ্যা ২৪,৪৭৯টি বৃদ্ধি পেয়েছে*। একইসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হারে ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

*১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ জেলা হাসপাতাল ২৫টি, নবসৃষ্ট ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৬টি, নবসৃষ্ট ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ৩টি, নবসৃষ্ট ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ১৩টি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস এ্যান্ড ইউরোলজি ২০০ শয্যা থেকে ৫০০ শয্যায় উন্নীতকরণের প্রশাসনিক অনুমোদন হওয়ায় হাসপাতাল ও বেডের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। [সূত্র: নার্সিং কাউন্সিল ও বিএমডিসি]

ঘ.৩ হজ-সংক্রান্ত

হজে গমনকারীর সংখ্যা	২০২০-২১			২০১৯-২০		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
	-	-	-	৮৮,৪৪১	৩৭,৮৫৬	১,২৬,২৯৭

সূত্র: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

করোনার কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশি নাগরিকবৃন্দ হজে যেতে পারেননি।

ঘ.৪ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি ঘ.৪ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

৪৫টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ৩,১০০ কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ও পুনর্বাসন, ১৮,০০০ মিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, ১২০টি গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ হাট-বাজার, ১১০টি ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, ৮,০০০ কিলোমিটার উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক মেরামত, ফসলি জমিকে বন্যার হাত হতে রক্ষা ও সেচ সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যে ১৫০ কিলোমিটার বাধ পুনঃনির্মাণ/উন্নয়ন, ৪৫০ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, ১০০টি পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্বাসন।

ক.৬.১.৩৫ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৩টি প্রকল্পের আওতায় এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১১,৯৭৯.৩৪ কোটি টাকার বিপরীতে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৬,৯৩৭.৮৩ কোটি টাকা, ব্যয়িত অর্থের **শতকরা হার ৫৭.৯১** । উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর মধ্যে 'শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন, টাঙ্গাইল' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল ভবন নির্মাণ, ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেল, ইমারজেন্সি স্টাফ ডরমিটরি, অধ্যক্ষ ও পরিচালকের বাসভবন নির্মাণ; 'কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন, মানিকগঞ্জ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেল, স্টাফ নার্স ডরমেটরি, সাব-স্টেশন ভবন নির্মাণ; শহীদ এম. মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন, সিরাজগঞ্জ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন, ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেল ভবন নির্মাণ। **সমাপ্ত প্রকল্পগুলো হলো-এষ্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার (২য় সংশোধিত), সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত), শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ণ ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট (২য় সংশোধিত), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডাইজেস্টিভ ডিজিজেস রিসার্চ এন্ড হসপিটাল (১ম সংশোধিত), জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুর্নবাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত), ফিজিবিল্যাটি স্টাডি ফর এস্টাব্লিশমেন্ট অফ সিক্স মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল; নতুন শুরু ৪টি প্রকল্প হচ্ছে-** হেলথ এন্ড জেন্ডার সার্পোট ইন কক্সবাজার ডিস্ট্রিক্ট (এইচজিএস-সিএক্সবি); উপজেলা হেলথ কেয়ার (ইউএইচসি); বিভাগীয় শহরে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ ক্যান্সার, ১২৫ শয্যা বিশিষ্ট কার্ডিয়াক এবং ১২৫ শয্যা বিশিষ্ট কিডনী চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন; এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে বিদ্যমান কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ এবং জেলা সদর হাসপাতালসমূহে ১০ শয্যার কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন ।

ক.৭ দারিদ্র্য নিরসন

দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় দারিদ্র্য নিরসনকে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি সংহত ও সম্প্রসারিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা হচ্ছে, যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সকল প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক অভিঘাত থেকে সুরক্ষা দেবে। ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে, যার উদ্দেশ্য দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। ২০২০-২১ অর্থবছরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও শতকরা হার প্রস্তুত করা হয়নি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশে চরম দারিদ্র্যের সংখ্যা ১,৭৫৮৪,২৪৫ জন, যার শতকরা হার ১০.৫ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী ৩,৪৩,৩১,১৪৫ জন, যার শতকরা হার ২০.৫।

ক.৮ কর্মসংস্থান

২০২০-২১ অর্থবছরে ২,৭১,৯৫৫ জন কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছে। এর মধ্যে দক্ষ কর্মী ৭২,১২৪ জন, স্বল্প দক্ষ কর্মী ১,৯৯,৮৩১ জন এবং এদের মধ্যে পুরুষ কর্মীর সংখ্যা ২,৩৩,১১৬ জন এবং মহিলা কর্মীর সংখ্যা- ৩৮,৮৩৯ জন। প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৯০,৯৪,০০০টি ও অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৫,১৭,৩৪,০০০টিসহ মোট কর্মসংস্থানের সংখ্যা ৬,০৮,২৮,০০০টি এবং বেকারত্বের হার ৪.২ শতাংশ।

ক.৯ প্রধান সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের লাভ-লোকসান

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৬৬টি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত মোট লাভের পরিমাণ ১৩,৬৩৮.৬৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পোট্রেট ও বাণী প্রস্তুত করার কাজ চলমান আছে।
- বিগত ৫০ বছরে স্বাস্থ্যসেবা খাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শন, তাঁর উদ্যোগসমূহের উপর ভিত্তি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমের উপর প্রামাণ্য চিত্র তৈরির কাজ চলমান আছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার অব্যাহত আছে।
- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের উদ্যোগে নির্দিষ্ট ডিজাইনের ডিজিটাল ব্যানার, পোস্টার তৈরি করে স্থাপন/প্রদর্শনের জন্য সারাদেশে জেলা ও উপজেলায় পৌঁছে দেয়া হয়েছে।
- কোভিড ১৯ মহামারির কারণে মোবাইল ভ্যান, মাসিক কর্মসূচি, র‍্যালি ও স্কুল হেলথ কর্মসূচি সম্পন্ন করা যায়নি।
- জীবিতের চেয়ে অধিক জীবিত তুমি' শিরোনামে একটি স্যুভেনির ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে।
- উপজেলা, জেলা, মেডিকেল কলেজ এবং বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহায়তায় পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর উদ্যোগের অংশ হিসাবে হাসপাতাল/স্বাস্থ্য স্থাপনা পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো'র লাইফস্টাইল, হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন অপারেশনাল প্ল্যানের মাধ্যমে হাসপাতালে স্বাস্থ্য শিক্ষা সেশন চলমান রয়েছে।
- বিভাগীয়, জেলা সদর হাসপাতাল এবং বিশেষায়িত হাসপাতালে ৭২টি LED Digital Scrolling Signage, vertical advertising machine HD, LED sign display stand স্থাপন করা হয়েছে।
- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে One stop comprehensive Emergency Service চালু করা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং জেলা হাসপাতালে এই সার্ভিসটি চালু করা হবে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও 'মুজিববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী টাইপ-১ ডায়াবেটিক শিশুদের ইনসুলিনসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বর্তমান সরকারের গত ১২ বছরে স্বাস্থ্য খাতে সাফল্যসহ বিভিন্ন বরেণ্য লেখক ও মুজিব কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার মুজিব স্মৃতি গাঁথা/স্মৃতিচারণ "জীবিতের চেয়ে অধিক জীবিত তুমি" **প্রকাশ করা হয়েছে।**

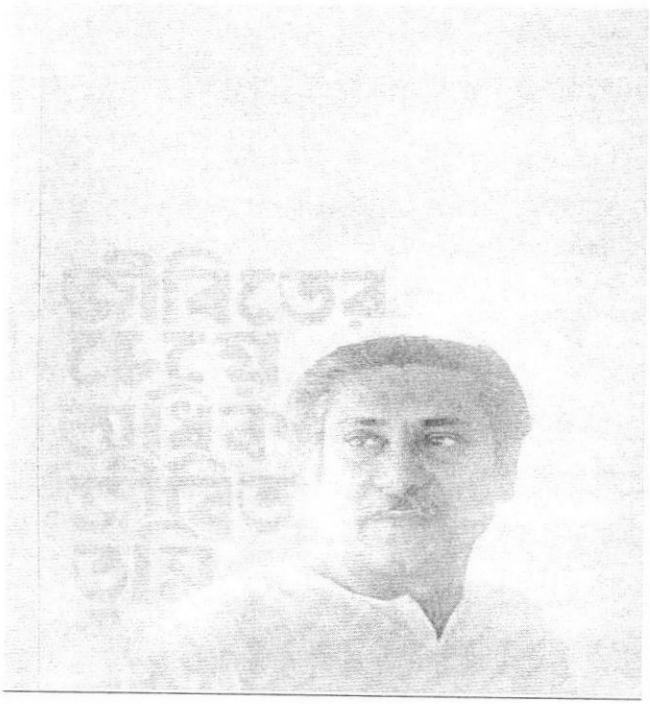

চিত্র: মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন-২০২০ উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে লং ব্যানার স্থাপন ১০টি, স্ক্রলিং বোর্ড স্থাপন ৪টি, লাইট বোর্ড ৪টি।
- উপজেলা, জেলা, মেডিকেল কলেজ এবং বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহায়তায় পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর উদ্যোগের অংশ হিসাবে হাসপাতাল/স্বাস্থ্য স্থাপনা পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ৭০টি ডায়ালাইসিস মেশিন ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যা পরবর্তী সময়ে মেডিকেল কলেজ এবং জেলা পর্যায়ে বিতরণ করা হবে।
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডায়ালাইসিস ইউনিট শক্তিশালীকরণ এবং জেলা সদর হাসপাতালে ১০ শয্যার ডায়ালাইসিস ইউনিট স্থাপনের লক্ষ্যে 'মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে বিদ্যমান কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ এবং জেলা সদর হাসপাতালসমূহে ১০ শয্যার কিডনি ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন' শীর্ষক একটি প্রকল্প জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২ মেয়াদে ২৫৫২২.০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- বর্তমানে বিভাগীয় পর্যায়ের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে কিডনি ডায়ালাইসিস সেবা চালু আছে।
- ন্যাশনাল আই কেয়ার অপারেশনাল প্ল্যান থেকে ২১২টি চোখের ছানি অপসারণ করা হয়েছে।
- ৭০টি উপজেলায় ডায়াবেটিস ও ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ৩০ মার্চ পর্যন্ত সকল বিভাগ ও জেলা শহরে প্রায় ১০,০০০ জনকে স্ক্রিনিং টেস্ট সেবা দেয়া হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (চতুর্থ এইচপিএনএসপি)ভুক্ত।
- Community based Health Care (CBHC) শীর্ষক ওপির আওতায় ২০টি নৌ-এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করে হাওর অঞ্চলে সরবরাহ করা হয়েছে।
- ৫১টি সেন্টারে gene-xpert মেশিন দেয়া হয়েছে যার মাধ্যমে একইসাথে TB এবং COVID-19 ডায়াগনোসিস করা হচ্ছে।

- উপজেলা পর্যায়ে ২০০টি Gene-Xpert ল্যাব সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- যক্ষ্মা বিষয়ক সচেতনতা প্রচার কার্যক্রম ৮টি বিভাগীয় শহরে এবংবিভিন্ন জেলা, উপজেলায় সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট টিবি হাসপাতাল, শ্যামলী-তে আধুনিক রোগ নির্ণয় যন্ত্রপাতি, আইসিইউ সুবিধাসহ MDR ওয়ার্ড নিয়ে ONE STOP TB DIAGNOSTIC & TREATMENT CENTRE হিসাবে চালু হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে রংপুর বিভাগে নতুন Regional TB Reference Lab (RTRL) স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ৩টি Bio Safety Level-2 ল্যাব ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট টিবি হাসপাতাল, শ্যামলী, এবং খুলনায় RTRL, রাজশাহীতে RTRLস্থাপন করা হয়েছে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে এই প্রথম TB Preventive Treatment for Adult চালু হতে যাচ্ছে।
- সারাদেশের জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে ৫০টি স্পেশালাইজড চাইল্ড টিবি সেন্টার তৈরি করা হয়েছে।

ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর

- জুন ২০২১ পর্যন্ত ৬৪ জেলায় মোট ২৬০টি মডেল ফার্মেসি এবং উপজেলা পর্যায়ে মোট ১৭,২৬১টি মডেল মেডিসিন শপ স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র: মুজিববর্ষ উপলক্ষে জনাব জাহিদমালিক এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বছরব্যাপী যক্ষ্মা সচেতনতা কর্মসূচির উদ্বোধন।

- করোনা পরিস্থিতির কারণে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণসহ ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেনের আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলে উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
- নকল-ভেজাল, মেয়াদোত্তীর্ণ এবং Antimicrobial Resistance (AMR) বিষয়ে বছরব্যাপী ৫১০টি সচেতনতামূলক সভা ও প্রচারণা করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- প্রত্যেক জেলা কার্যালয়ে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।
- জাতির পিতার বর্ণাঢ্য জীবনের উপর প্রবন্ধ/রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।
- বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টিনন্দন প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

- নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে, যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন স্থিরচিত্র, বঙ্গবন্ধুর লেখা বই এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ সংশ্লিষ্ট পোট্রেট দিয়ে সাজানো হয়েছে।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ-২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ১০ দিনব্যাপী বিশেষ সেবা সপ্তাহ পালন করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর কর্তৃক বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ও গণপূর্ত অধিদপ্তর

- ৩টি পার্বত্য জেলায় দুর্গম এলকায় ২টি করে মোট ৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- হাওড়, বাওর নদীবেষ্টিত অবহেলিত অপক্ষোকৃত দুর্গম এলাকায় ৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

চিত্র: মুজিববর্ষ উপলক্ষে কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় স্থাপিত বেড়িবাঁধক মিউনিটি ক্লিনিক।

- হাসপাতাল ভবন সংস্কার/চুনকাম করা, সকল জানালা দরজা টয়লেট, বেসিন, ট্যাপ ও কিচেন মানসম্মতভাবে মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী করা (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) টাইলস প্রতিস্থাপন, ফিটিংস পরিবর্তন এবং রং করা ইত্যাদি।
- সাইনবোর্ড পুনঃসংযোজন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বিদ্যমান সাইনবোর্ড নবায়ন, ড্রেন এপ্রোনসহ সমস্ত হাসপাতাল ক্যাম্পাস পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা, পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ করা ইত্যাদি।

নিমিউ এন্ড টিসি

- উচ্চ প্রযুক্তির চিকিৎসা যন্ত্রপাতি মেরামতের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কারিগরিজ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বর্তমানে ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে।
- মেডিক্যাল ইক্যুইপমেন্টের সেফটি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একটি অত্যাধুনিক মেডিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট টেস্টিং ল্যাব স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

টেমো সম্পাদিত কার্যক্রম:

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ভাষণের সিডি, ভিডিও এবং তাঁর সম্পর্কিত বিভিন্ন বই ও ছবি সংরক্ষণের নিমিত্ত 'মুজিব কর্নার' তৈরি করা হয়েছে;
- বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ১০টি অচল এ্যাম্বুলেন্স মেরামতের মাধ্যমে সচল করা হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

❖ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতার আদর্শকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অবহিত করার লক্ষ্যে 'কোভিড-১৯ এবং স্বাস্থ্য সেবা' নামে একটি স্যুভেনির প্রকাশ করা হয়েছে।

❖ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জাতির পিতার উক্তি সংবলিত ব্যানার ও বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। প্রামাণ্য চিত্র প্রস্তুতকরণ বিগত ৫০ বছরে স্বাস্থ্য সেবা খাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শন, তাঁর উদ্যোগসমূহ এবং তাঁর উপর ভিত্তি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রমের অর্জনের উপর একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রস্তুতকরণের কাজ চলমান আছে।

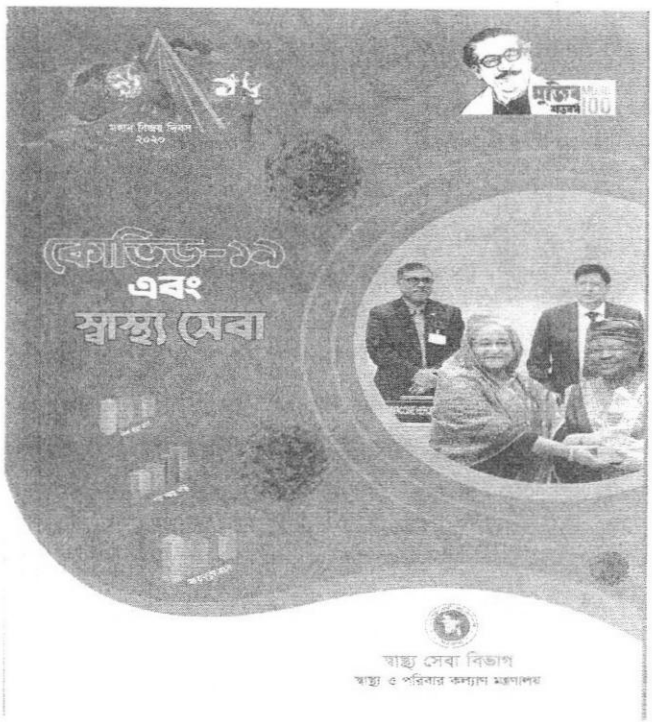

চিত্র: স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও ৫০তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা।

❖ কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ব্যাপক স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে সচেতনতা ও প্রচারণা কার্যক্রম; ফেস্টুন, লিফলেট এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বিভিন্ন জোরদারকরণ; সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন ব্যাপকভাবে প্রচারের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ এর কারণে এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা যায়নি সে সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।